দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 NOV 1996
পৃঃ ৪ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা শিবিরের সন্ত্রাস ও পুলিশের কান্ডজ্ঞানহীনতা

গত শনিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির আহূত ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে ১ জন নিহত এবং শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৪০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। চিকিৎসার জন্যে তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। নিহত ছাত্রটির নাম মোহাম্মদ মহসিন। পরীক্ষা দিয়ে রুমে ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে সে নিহত হয়। এই সংঘর্ষে কোন্ পক্ষ কতখানি দায়ী তা বিচারের আগে একটি প্রশ্ন করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, সংঘর্ষটি হলো কেন? শিবির নামধারী মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনটিই বা কেন ধর্মঘট ডাকলো?

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেছে, শিবির ছাত্রদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেনি। ধর্মঘট করেছে দুইটি হত্যা মামলাসহ ৬টি মামলার ফেরারি আসামি নজরুল ইসলামের গ্রেফতারের প্রতিবাদে। এর অর্থ হলো পুলিশ শিবিরের কোন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। শিবিরের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে যাঁকে খুশি খুন করবে, যখন খুশি প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেফতার করলেই লংকাকাণ্ড ঘটানো হবে। দুই খুনের আসামির মুক্তির দাবিতে তারা গত শনিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেই চুপচাপ বসে থাকেনি। যারাই ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ বন্দুকযুদ্ধের কারণ এটিই। কারো ধর্মঘট ডাকার অধিকার যেমন আছে, তেমনি অন্যদের অধিকার আছে সেই ধর্মঘট পালন না করার। কিন্তু রগকাটা হাতকাটা সংস্কৃতির ধারকরা এই সত্যটি বুঝতে চায় না। একটি পত্রিকা লিখেছে, গত শনিবারের সংঘর্ষ ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের মূল হোতা যে ইসলামী ছাত্র শিবির তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে ছাত্রলীগ ও পুলিশও দায় এড়াতে পারে না। তারা যেন শিবিরের সন্ত্রাসী ঘটনাকে উস্কে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত ছিল।

কথায় বলে এক হাতে তালি বাজে না। তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় শিবির ও ছাত্রলীগের সঙ্গে পুলিশও তালি বাজাতে সচেষ্ট ছিল। দুই পক্ষের গোলাগুলিতে ২ জন পুলিশ আহত হওয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে গুলি চালিয়েছে। এমনকি কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট গুলি করার নির্দেশ না দেয়ায় তাকে লাঞ্ছিত করার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশই যদি এভাবে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে তাহলে মানুষ কার কাছে নিরাপত্তা দাবি করবে? শিবিরের সন্ত্রাসের জবাব দিতে গিয়ে পুলিশ কান্ডজ্ঞানহীন আচরণ করেছে। কোন ঘটনায় সাধারণ মানুষ আনরুলি হলে পুলিশের কর্তব্য হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তব্যরত পুলিশ নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। তাদের এ আচরণ কেবল অনাকাঙ্খিত নয়, আইনের শাসনেরও পরিপন্থী। দুঃখজনক হলেও সত্যি মহসিন ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধে মারা যায়নি। সে নিহত হয়েছে পুলিশের গুলিতে। অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন।